আত্মপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাস

সন্দীপ দত্ত

২

ইতিমধ্যে মাথায় একটাচিন্তা এলো; ঠিক করলাম জাতীয় গ্রন্থাগারের যে মনোভাবের প্রতিবাদে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ভাবনার সূচনা, সেই গ্রন্থাগারে একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী করবো। তখন অধিকর্তা ছিলেন ডাঃ অশীন দাশগুপ্ত। বিশিষ্ট ভদ্রলোক যুক্ত হয়েছিল।

ওনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপন হয় কবিতা উৎসবের প্রদর্শনীতে। প্রথম সাক্ষাতেই ওনার জিজ্ঞাসাঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরি আপনাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারে? বলেছিলাম, লিটল ম্যাগাজিন আর তরুণ কবিদের বইগুলো যথাযোগ্য সংরক্ষিত হলেই হবে। উনি আমাকে যেতে বলেছিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডায়রেক্টরের এই আহ্বান আমাকে এক অন্য তৃপ্তি দিল- এতো লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিকেই সম্মান জানানো। আমি গেছিলাম ডায়রেক্টর অশীন দাশগুপ্তের কক্ষে। সেদিন নানা কথার মধ্যেই আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম জাতীয় গ্রন্থাগারে লিটল ম্যাগাজিনের একটি প্রর্দশণীর ব্যাপারে। উনি সানন্দে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে প্রধান গ্রন্থাগারিককে এ বিষয়ে চিঠি লিখে দিলেন। আমি প্রধান গ্রন্থাগারিক (শ্রীমতি মুখোপাধ্যায়)-এরসঙ্গে দেখা করে ড. দাশগুপ্তর চিঠি দিয়ে প্রস্তাবটির কথাজানিয়ে বলেছিলাম জাতীয় গ্রন্থাগারে লিটল ম্যাগাজিন তো তেমন নেই আমি আমার লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসব।' উনি বললেন - তা কী করে হবে!! এবং প্রদর্শনীর সেখানেই ইতি। আমার স্বপ্নভঙ্গ হল।

২৩ জুন স্টুডেন্টস হলে লাইব্রেরিতে দশম বর্ষপূর্তি উৎসব। নিজের হাতে কার্ড বোঝাই থলি নিয়ে, পাঠকদের হাতে হাতে আমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজে লাগলাম! সে এক অন্য অভিজ্ঞতা। কলকাতা ওকাছাকাছি এক একদিন এক একটা এলাকা ঘুরে সরাসরি বাড়ির ঠিকানায়পৌঁছে পাঠকের হাতে তুলে দিলাম আমন্ত্রণ পত্র। সাধ্যমত যতটা পেরেছি। করেছি। ডাকেও চিঠি পাঠালাম বহু। সংবাদ পত্র - অতিথিদের আমন্ত্রণ পত্র দিয়েএলাম। বিনয়দার মানপত্র সাজিয়ে দিল কবি ও শিল্পী শ্যামল বরণ সাহা। গায়ত্রীকে, অনুষ্ঠান পত্র সবই ছাপা হয়ে গেল। আজকের মতো তখন কিন্তু আমার পাশে এত জন মানুষ ছিল না। নিজের হাতেই সব কাজ সারলাম। অনুষ্ঠানের দিন সকালে মেডিকেল কলেজ থেকে চেকআপ করিয়ে বিনয়দা বাড়িতে এলেন। স্নান,আহার সেরে বিশ্রাম নিলেন। আষাঢ়ের মেঘরোদ্দুর খেলা চলছে। বৃষ্টিও পড়তে শুরু করল বিকেলে। অনুষ্ঠান শুরু হলো ঠিক সন্ধে ৬.৩০ টা। হলে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাইরেও লোক দাঁড়িয়ে। মহাশ্বেতাদি উদ্বোধনী ভাষণছিলেন। আমি স্বাগত ভাষণে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইমোশনালি কেঁদে ফেললাম। আমার ছ বছরের শিশুপুত্র সামনে বসেছিল। ছেলেকে সময় না দিতে পারার অক্ষমতার কথা উচ্চারণ করে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেনি। অমিতাভদা (দাশগুপ্ত), পরিমল চক্রবর্তী বক্তব্য রাখলেন। অন্যদা বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানালেন কবি বিনয় মজুমদারকে স্বচক্ষে এইপ্রথম দেখলেন। কবির হাতে মানপত্র মালা আর 'গায়ত্রীকে'পুস্তিকাটি তুলে দিলেন প্রধান অতিথি অ ণ মিত্র। একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। বিনয়দার প্রিয় ফুল বকুল। বকুলমাল্য দিয়ে বরণ করা হবে, এইঘোষণার পর কবিকে মালা পরিয়ে দেওয়া হতেই হলে হাসির আভাস। বুঝলাম মারাত্মক ত্রুটি হয়ে গেছে। আসলে হাওড়ার মল্লিক ঘাটে ফুলের

হাট থেকে বকুল কিনতে গিয়ে আকন্দফুলের মালা শালপাতার মোড়কে নিয়ে এসেছিলাম। বিনয়দা অম্লান বদনে তাই গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরনগর থেকে এসেছিল অমলেন্দু,তীর্থঙ্কর, বিষ্ণুরা। ওরাইসে দিন কবিকে নিয়ে ফিরেছিল। ঋষিণদা (মিত্র),অজিতদা (পান্ডে) প্রতুল দা (মুখোপাধ্যায়) সেদিন গান গেয়েছিলেন। আবৃত্তি করেছিলেন নীলাদ্রি শেখর বসু, মলি। সেদিন অনুষ্ঠান করতে যাদের সাহায্য পেয়ে ছিলাম তারা হলেন চিরঞ্জীব শূর, তপন চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিসদা, কাজলবাবু, সুমিতা, মালবিকা, পুষ্পল, ত্রিদিবদা (বর্মন), সুচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি তুলেছিল ছাত্র শান্তনু বসুমল্লিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিল অঞ্জন দা (কর) ও অঞ্জন (বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ওই বছরই সেপ্টেম্বরে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়িতে প্রদর্শনী করতে ছুটে গেলাম। আমার সঙ্গী হলেন ত্রিদিবদা আরবণ বসু। জলপাইগুড়ি আনন্দ কমার্স কলেজে দুদিন ও শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু হলে প্রদর্শনী করেছিলাম। নানা স্থানে প্রদর্শনী আলোচনা নিয়মিতকরে চলতাম। সুইডেনের জাতীয় গ্রন্থাগারের মুখপত্র বিবিএল পত্রিকায় লাইব্রেরি সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। লাইব্রেরি সম্পর্কে একটি তথ্যবাহী ইতিবৃত্ত 'খড়কুটো বাসার কাহিনী' লিখলাম 'কৌরব' পত্রিকায়। প্রখ্যাত আলোকচিত্রী রঘুবীর সিং-এর কলকাতা সম্পর্কিত আলোকচিত্রর অ্যালবামে (ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত) ভূমিকায় রাধাপ্রসাদ গুপ্ত উল্লেখ করলেন লাইব্রেরির কথা।

১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরার আগরতলার অনুষ্ঠানে লাইব্রেরিঅংশ নিল। আগরতলা প্রেস ক্লাবে লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের কাছে বক্তব্যরাখলাম। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি গড়ার প্রস্তাব দিলাম। এবছরই লাইব্রেরিতে চালু করলাম 'মাসিক কবিতা পাঠের আসর'। উদ্দেশ্যছিল কলকাতার বাইরে যারা বহুদিন ধরে কবিতা লিখে চলেছেন তাদের জন্যেই কবিতা পাঠের ব্যবস্থা। একজন আমন্ত্রিত কবি কবিতা পড়তেন। তারপর হতো সেই কবিতা নিয়ে আলোচনা। পরে গল্পপাঠও যুক্ত হয়েছিল। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নিয়মিত এটা চলেছিল। হার্দ্য নিয়ে কবিতাপত্র প্রকাশ করলাম। যাঁরা বহুদিন ধরে কবিতা লিখছেন, কিন্তু প্রকাশ পায়নি তাঁদের এক ফর্মা অর্থাৎ একগুচ্ছ কবিতা সহ সেই কবিতাগুলিকে নিয়ে অলোচনা প্রকাশ করা এবং পরে একফর্মার কবিতা পুস্তিকা প্রকাশকরা। তবে কাজটি বেশীদূর এগোতে পারেনি। এই পর্যায়ে আলিঙ্গন চক্রবর্তী, মিহির ঘরামী ও চন্দ্রাণী দাশের কবিতা নিয়েই কাজটি হ'তে পেরেছিল। আসাম, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার থেকে প্রকাশিত বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের নিয়ে লাইব্রেরির পাঠকক্ষে একটিসেমিনার আয়োজিত হয়।

একদিন 'অন্তরীপ' পত্রিকার সম্পাদক, অধ্যাপক সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় জোর দিয়ে বলেন লাইব্রেরির জন্যে চাঁদা চালু করতে। এতদিন পর্যন্ত লাইব্রেরিতে সেভাবে কোনো নির্দিষ্ট চাঁদা নেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। অস্বস্তি হয় নি তা নয়। সুব্রত বাবুর প্রস্তাবে আরো অনেকেই সায় দিল। বছরে ১০ টাকা নেওয়া শুরু হল ১৯৮৯ থেকে এখন অবশ্য বার্ষিক চাঁদা ১০০ টাকা। কম্প্রোজ করতে তখন লাগত পৃষ্ঠাপ্রতি ১ টাকা, বর্তমানে ৯০ পয়সা।

এর মধ্যে দুর্গাপুর,মেছেদায় লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি উদ্বোধন করলাম। ৪ জুলাই ১৯৮৯ কলকাতা দূরদর্শন ডি.ডি. ওয়ানে প্রতিবিম্ব অনুষ্ঠানে লাইব্রেরি সম্পর্কে ১৫ মিনিটের তথ্যচিত্র

পরিবেশিত হ'ল। ভালবাসার দান পাই। সুইডেনের বাংলা পত্রিকা উত্তরা পথ লাইব্রেরিকে রৌপ্য পদক ও ৫০০ টাকা দিয়ে সম্মান জানাল। সেই টাকা দিয়ে স্টীলের বড় র‍্যাক কিনলাম। অভিযাত্রিক পত্রিকার গৌতম মিত্র আর বিশ্বমিত্র বিড়লা জুটমিলের কর্মী। ওঁরা লাইব্রেরিকে উপহার দিলেন ১০ X ৬ ফুটের একটি জুটকার্পেট। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি গীতা চট্টোপাধ্যায় লাইব্রেরিতে নিয়মিত কাজ করতে আসতেন, একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন সিলিং ফ্যান লাগান, আমি টাকা দেবো, কাউকে জানাবেন না এই শর্তে। না শর্ত আমি রাখতে পারিনি। সদর দরজায় লাইব্রেরি কক্ষের ফ্যানটি গীতাদির দেওয়া ৬০০ টাকায় কেনা। এ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদেই শেষ হয়ে যায় না।

কবিতা নিয়ে তখন একটি কালপঞ্জি করতে ব্যস্ত। ১৯২৭ সালথেকে কালপরিক্রমা। দেড় বছর ধরে কাজ করছি। প্রতিবছরের রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সেই সেই বছর কি কি কবিতার বই বেরলো, কোনকোন কবি জন্মগ্রহণ করলেন, কোন কবি পুরস্কৃত হলেন, লোকান্তরিত হলেন এই সব। 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে 'কবিতা ফিরেছে' শিরোনামে ৩ জুন লেখা হ'ল'হায় লিটল ম্যাগাজিনের দিন গিয়াছে বলিয়া বঙ্কিমী দীঘশ্বাস ইদানিং শোনা যায়'। ১৩ নভেম্বর আনন্দবাজারে কলকাতার কড়চায় লেখা হ'ল 'বিস্ময় বালিকা ও বিস্ময় বালকের মতো আর এক বিস্ময় লিটল ম্যাগাজিন'। ১৮ নভেম্বর 'দেশ পত্রিকায় লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে কুৎসিৎমন্তব্য প্রকাশিত হ'ল। এর প্রতিবাদে সাগরময় ঘোষকেপ্রতিবাদী পত্র পাঠাই, পাঠাই আনন্দবাজারকে; স্বাভাবিক ভাবেইসেই চিঠি ছাপা হয় না।

ওই বছর ২৮সেপ্টেম্বর পত্রিকার বার্ষিক সাহিত্য সংখ্যায় ৪০০০ হাজার শব্দে লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে একটি তথ্যবহুল লেখা দেওয়ার জন্য সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমন্ত্রণ জানান। নভেম্বরে ওটি দেওয়ার কথাছিল। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনার প্রতিবাদে আমি ঘৃণার সঙ্গে লেখা দিই না -- সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করি। একটি দায়সারা লিটল ম্যাগাজিন পঞ্জি সে বছর ছাপা হয় আমার লেখাটির পরিবর্তে।

২৪ জুন স্টুডেন্টস হলে ১১বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অমলেন্দু চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি সুনীল জানা, সভাপতি কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত। এই অনুষ্ঠানে ' লেখক প্রকল্প' নামে লেখক সম্ভাবনার একটি প্রস্তাব রাখলাম। মূল বক্তব্য ছিল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে ছাত্র-লেখকদের লেখাগুলি পড়ে সম্ভাবনাময় লেখকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে লিটল ম্যাগাজিন ম্যাগাজিন সম্পাদকরা লেখার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন, তার লেখা ছাপতে পারেন, সাহিত্য সভায় ডাকতে পারেন। যথাসময়ে কোনো যোগাযোগ গড়ে না ওঠার অভাবে হয়তো তারলেখনী-প্রতিভা স্কুল ম্যাগাজিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কেরিয়ার গড়তে গিয়ে সে হয়তো ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্ক কর্মী, অধ্যাপক, শিক্ষক হবে; কিন্তু হারিয়ে যাবে তার লেখক সত্তা।

লাইব্রেরিতে South Asianপত্রিকার সুইডিস সাংবাদিক সম্পাদক, ব্রিটিশ ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতা ক্যাবোলিন আদামস ও ক্রিস্টোকার সেলকসে এলেন। সেলফ কেনা হলো তিনটি। সদর দরজার বারান্দায় দুপাশের দেওয়াল ভরে যেতে লাগল লিটল ম্যাগাজিনে।

১৯৯০ সাল কলকাতার ৩০০বছর পূর্তি। সেই উপলক্ষে ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠান যুবভারতী স্টোডিয়ামে। আহুত হয়ে সেখানে লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী করলাম। লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে আলোচনায় অংশ নিচ্ছি। মার্চে রেডিও ভেরিটাজ(ম্যানিলা)-এ লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে বললাম। এই বছর শিশির মঞ্চে লাইব্রেরির দ্বাদশ বর্ষ পূর্ত্তি পালন করলাম। উদ্বোধন করলেন বার্ষীয়ান শিল্পী দেবুদা (দেবব্রত মুখোপাধ্যায়) প্রধান অতিথি শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সভাপতি মিহির আচার্য। এই বছর থেকেই লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার ও গবেষক সম্মাননা চালু করলাম। শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার দেওয়াহ'ল 'একক' সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে। গবেষক সম্পন্দাননা দেওয়া হলো ডাঃ শ্রীলেখা বসু ও ডাঃ শংকরঘোষকে। জীবনানন্দ গবেষক প্রভাতকুমার দাসকে দানালাম সম্মান। এখানে জানানো যাক যে যাঁরা আমাদের সংস্থায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গত গবেষণার কাজ করে পি.এইচ.ডি হন তাঁদেরই আমরা গবেষক সম্মাননা প্রদান করে থাকি।

১ সেপ্টেম্বর লাইব্রেরি সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন বেরোলো। ছবিটি তুলেছিলেন প্রখ্যাত আলোক চিত্রী রঘুবীর সিং। ডিসেম্বরে লাইব্রেরি পরিদর্শনে এলেন South Asia Library Congress এর Director,এলেন প্রখ্যাত জীবনানন্দ গবেষক চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। মাসিক সাহিত্যপাঠ যথারীতি চলছে। এই সভাগুলি নানাসময়ে পরিচালনা করেছেন অঞ্জন কর, অমলেন্দু দত্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মনীন্দ্র গুপ্ত, বরুণ বসু, রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ দত্ত, অঞ্জনকুমার বন্দোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, কমলেশ সেন, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি ঘোষ, বীরেন শাসমল, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, ফল্গুবসু, প্রবীর ভৌমিক সৃজন পাল, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অদ্রীশ বিশ্বাস প্রমুখ। এই বছরই ডিসেম্বর মাসে লাইব্রেরিথেকে একটি পত্রিকা বার করলাম 'উজ্জ্বল উদ্ধার'। দুষ্প্রাপ্য রচনার পুনর্মুদ্রণ।

১৯৯১ -এ আবার ত্রিপুরা গেলাম। সঙ্গী কল্লোল ভট্টাচার্য (পরে পদবি বর্জন কবেন)। ধর্মনগরে, উত্তর পূর্বাঞ্চল সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে লিটল ম্যাগাজিনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম। লিটল ম্যাগাজিনের পাশাপাশি চিন্তাএলো কবিতা নিয়ে গ্রন্থাগার সম্পর্কে। বাংলা কবিতা-চর্চা বাড়লেও, বছরে এক হাজার বই কিংবা ১০০০ কবিতা মুদ্রিত হলেও কবিতার পাঠক বাড়ছে না। এ দেশের কোনো বড় কিংবা ছোট লাইব্রেরির পক্ষে কবিতা আকাদেমির দাবি তুলেছি। কেউ এগিয়ে আসেনি। সীমিত সাধ্যে লাইব্রেরিতে কবিতার বইয়ের একটি র‍্যাক চালু করলাম -'ছন্দের বারান্দা।' ২৩ ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন করলেন কবি নির্মল হালদার। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন কবি অমিতাভ গুপ্ত। তৃপ্ত হলাম না। কবিতা চর্চার জন্যে, পত্রপত্রিকা সংরক্ষণের জন্যে চাই আস্ত বাড়ি। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কবিতার যজ্ঞ হয় আর হারিয়ে যায় যত কবিতার বই।

এ বছরে বার্ষিক অনুষ্ঠান হ'ল স্টুডেন্টস হলে ২৪ জুন। উদ্বোধক মণিভূষণ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি কার্তিক লাহিড়ী, সভাপতি পবিত্র সরকার, অনুষ্ঠান সভাপতি নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এ বছর গবেষক সম্মাননা দেওয়া হল ডাঃ রমাপ্রসাদ নাগকে লিটল ম্যাগাজিন লেখক পুরস্কার দেওয়া হল সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে।

পানিহাটি বিভাগের উদ্বোধন করলাম। সবাই বুঝতে পারছে এর প্রয়োজনীয়তা এটাই বড় কথা। পাবলিক লাইব্রেরি গুলিও সচেতন হয়েছে লিটল ম্যাগাজিন। লাইব্রেরিতে সব পত্রিকা যে আসে তা নয়। প্রচুর পত্রিকা কিনি। কেনাটাকে কাজ বলেই মনে করি। দেশ বিদেশ থেকে গবেষক ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক আসছেন। আসছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীরা। জায়গা কোথায় - একএকটা দিন তো ভয়ংকর সমস্যা হয়, ২০ জনের বেশীও হয়ে যায়। অসুবিধে মেনে নিয়ে অক্লেশে পত্রিকা নিয়ে বসেপড়ে কেউ কেউ লাইব্রেরির সামনের দরজার উঁচু সিঁড়িতে।

১৯৯২ সালে জানুয়ারি মাসে লাইব্রেরির বার্ষিক সাহিত্য ভোজন বা পিকনিক অনুষ্ঠিত হ'ল নারায়ণপুর মজুমদার গার্ডেন্সে। শুধু খাওয়া দাওয়া নয় সঙ্গে সাহিত্য পাঠও ছিল। ২ মার্চ মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকায় লাইব্রে রিসম্পর্কে প্রতিবেদন বের হয়। এইবছর থেকে মাঝে মধ্যে বিশেষ প্রদর্শনী পাঠকক্ষে শুরু করি। ২৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত সত্যজিৎ রায় বিষয়ক পত্র পত্রিকার প্রদর্শনী করি লাইব্রেরির টেবিলে আগ্রহীজন কৌতূহলের সঙ্গে দেখেন ও পাঠ করেন।

১৯৯২ সালে লাইব্রেরির চতুর্দশ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে হ'ল কোন রকমে। বর্ষাকাল - আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। প্রতি বছরই এই সমস্যা হয়। আয়োজন করতে হয় সকাল থেকে মেঘলা আকাশ কিংবা হঠাৎ বিকেলেই শুর হয় বৃষ্টি। আশা আকাঙ্খার দোলাচলে থেকে অনুষ্ঠান করতে হয়। এবছর ২৩ জুন এক দেড় ঘন্টার জোরালো বর্ষণ কলেজ স্ট্রিটে এক হাঁটু জল দাঁড় করিয়ে দিল। জানতাম অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তবু দূর থেকে কয়েকজন এসে গেছেন আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলাম রাণাঘাটের এক রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ে, কবি রতন বিশ্বাসকে। আজ যে ওঁকে সংবর্ধনা দেবো, শুনবো ওঁব কবিতা। চঞ্চল (সরকার) কে পাঠালাম অতিথি কুমারেশ ঘোষ ও কৃষ্ণ ধরের কাছে। ও কুমারেশ দার বাড়ি থেকে ফোন করে জানাল এখানে যা জল জমেছে তাতে যাওয়া সম্ভব নয়। আমিও বারণকরলাম। অনুষ্ঠান স্থলে ফুল পুরস্কার ইত্যাদি নিয়ে যখন পৌঁছলাম হলে, জল সামান্য কমেছে। আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত এসে গেছেন। এই দুর্যোগেও উপস্থিতির হার কমনয়। --১৪০ জন, ভাবা যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন দেবু দা (দেবকুমার বসু)। গবেষক সম্মাননা দেওয়া হ'ল ডাঃ কণিকা সাহা, ডাঃ হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ও ডাঃ কৃষ্ণা পালকে। শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার দেওয়া হল বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকাকে। সেদিনই ঘোষণা করলাম পরের বছর থেকে এই দিনটি লিটল ম্যাগাজিন দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হবে ঘরোয়া ভাবে এবং অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন প্রান্তে পালন করা হবে। মূল অনুষ্ঠানটি হবে মেঘমুক্ত নভেম্বরেরকোনো দিনে।

১৯৯২ এর ৬ ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত দিন। সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হ'ল বেশ কিছু মানুষ। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধবংসের ঘটনার ফল হলমারাত্মক। এর বিরুদ্ধে সভা করলাম

লাইব্রেরির পাঠকক্ষে লাইব্রেরির প্রধানসদস্য শ্রীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। বিষয়ধর্ম - রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা; ২ জানুয়ারী ১৯৯৩। ৯ ও ১০ জানুয়ারী লাইব্রেরির সদস্য, শুভানুধ্যায়ী লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক কবি লেখক ৫২ জন লঞ্চে সুন্দরবন ভ্রমণেগেলাম। এই উৎসবের অঙ্গ ছিল কবিতাগল্প, গান, আড্ডা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা। কবি রমেন আচার্য'র 'ভুবিলাসে হেসে ওঠে ঘাস' কবিতা বইয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন লাইব্রেরির সদস্য গবেষক উইলিয়াম জে. রিস। উইলিয়াম কালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে। সোসাল সাইন্সের ছাত্র। 'বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বিবর্তন' নিয়েকাজ করছে।

১৯৯৩ সালের ৮ মে ২৩ জুনকে কেন্দ্র করে জুন মাস ব্যাপী লিটল ম্যাগাজিন দিবসে পালন' করার জন্যঘোষণা পত্র প্রকাশ করে লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের কাছে আবেদন জানাই। খুবভাল সাড়া পাওয়া গেল। চুঁচুড়া, ঠাকুরপুকুর, ঘড়গপুর, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, রবীন্দ্রনগর, বাঁশবেড়িয়া, বাঁশদ্রোণী, শিলাইদহ (বাংলাদেশ), দর্পনারায়ণপুর, বর্ধমান, হাওড়া, করিমগঞ্জ, ইছাপুর,কোন্নগর, গৌহাটি, হাইলাকান্দি, রামরাজাতলা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের তরফে লিটল ম্যাগাজিন দিবস পালিত হ'ল লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে আলোচনা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে। শুধু লিটল ম্যাগাজিনই নয় বিদ্যুৎভবন রিক্রিয়েশন ক্লাবও উদ্‌যাপিত করল লিটল ম্যাগাজিন দিবস। অনেকগুলি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থেকে বক্তব্য রেখেছি। এই লিটল ম্যাগাজিন দিবসের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের কাছে লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে ধারণাকে স্পষ্ট করা।

১৯৯৩ তে লাইব্রেরি ১৫ বছরে পা দিল। আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা কাজ করল। রাস্তায় যেতে যেতে All India Trade congress এর তোরণ দেখে মনে হল লিটল ম্যাগাজিন নিয়েও তো এমন ভাবা যায়। প্রথমে কথা বললাম প্রণবদার সঙ্গে। প্রণবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেন্ট পলস স্কুলের ইংরেজী শিক্ষক। যথা বললাম নারাণ দার (নারায়ণ মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে। মিটিং ডাকলাম। বেশির ভাগ বললেন বললেন এটা দরকার তবে সর্বভারতিয় না করে Eastern Zone বা উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধ যাক। বিহার ওড়িশা আসাম পশ্চিমবঙ্গ নিয়েই হোক। আমি বললাম, না সর্বভারতিয় ব্যানারটা থাক। চেষ্টা করব। জানি এত বড় কিছু দেখার স্বপ্নটাবড় বেশী দেখা। তাই ঠিক করে কাজে নেমে পড়লাম।

দিন ঠিক হ'ল ২৮, ২৯ও ৩০ নভেম্বর। কমিটি হল সভাপতি হলেন নারায়ণ দা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রণব দা। সম্পাদক আমি। বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। প্রতি মাসে একবার বা দুবার মিটিং এ বসা হয়। মূল সমস্যা অর্থের। স্পনশরসিপ জোগাড়ে সাহায্য করলেন চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপন সংগ্র হহতে লাগল। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের কাছে থেকে কম মূল্যে বিজ্ঞাপন নেওয়া হ'ল। প্রতিনিধি চাঁদাও সংগ্রহ করা শুরু হ'ল। মিটিংএ ঠিক হল মিছিল বেরোবে লাইব্রেরি থেকে শিশির মঞ্চ পর্যন্ত। দূরের প্রতিনিধিরা থাকবেন যুব আবাস সল্টলেক স্টোডিয়ামে। বিভিন্ন ভাষার লিটল ম্যাগাজিন কে চিঠি পাঠালাম। নানা সূত্রে ঠিকানা জোগাড়করে হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া, সাঁওতাল, সংস্কৃত, ইংরাজী, গুজরাটি,কন্নড়, তামিল, তেলেগু ,কাশ্মীরি বিভিন্ন ভাষার লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের আহ্বান জানালাম প্রথম সর্বভারতীয় লিটল ম্যাগাজিন

সম্মেলনে। সবাই স্বাগত জানালেন, পত্রিকা পাঠালেন।কিন্তু পরিবহন ব্যয়করে আসতে নারাজ হলেন। তবু এলেন অনেকেই কাশ্মীর মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা, আসাম, বিহার নানাপ্রান্ত থেকে। উদ্বোধক অমিয় ভূষণ মজুমদার এসে গেলেন কোচবিহার থেকে।

২৮ শে নভেম্বর কলেজস্ট্রীট থেকে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক, লেখক, কবি, সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল নানা পথ পরিক্রমা করে অনুষ্ঠান স্থলশিশির মঞ্চে এসে পৌঁছয়। কবিতায়- গানে-পোস্টারে শ্লোগানে সে এক অন্য মিছিল। এই দিন বিকেকে কথা সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার তিনদিন ব্যাপী সম্মেলন ওপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনে শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অরুণ মিত্র, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ভুঁয়ো, কৃষ্ণা সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিল। ভারতের নানা প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের জেলা থেকে প্রায় ৩৩০ জন প্রতিনিধি এই সম্স্সেন্দ্বলনে যোগ দেন। ভারতীয় ভাষায় লিটল ম্যাগাজিন সেমিনারে অংশ নেন পিয়ারী হাতাশ (কাশ্মীর),গঙ্গাপ্রসাদ সিং (হিন্দী), প্রফুল্ল কুমার রায়, লক্ষ্মীনৃ সিংহ রথ (ওড়িয়া), দয়ানন্দ পাঠক ওঅবনী চক্রবর্তী (অসমীয়া), নবকুমার ভট্টাচার্য (সংস্কৃত),সারদা প্রসাদ কিসুক (সাঁওতালি) বিজিত কুমার ভট্টাচার্য ওমানবেন্দু রায় (বাংলা)। কবি সম্মেলনে পিয়ারী হাতাশ, লক্ষ্মী নৃসিংহ রথ, প্রফুল্ল কুমার রথ, অবনী চক্রবর্তী, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, মনীন্দ্র গুপ্ত, অরুণ চক্রবর্তী, শুভেন্দু পালিতও রুদ্রপতি কবিতা পড়েন। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলী নদীয়া, বর্ধমান, জলপাইগুঁড়ি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, কলকাতার কবিরাও কবি সম্মেলন ও আড্ডায় যোগ দেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ঋষিণ মিত্র, অজিত পান্ডে প্রতুল মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না দত্ত মুখার্জী, স্বপ্না রায়, লালিয়াচৌধুরী, মৌ ভট্টাচার্য, নীলিম গঙ্গোপাধ্যায়, পারমিতা রায়, অসীম মিশ্র, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিশির দত্ত, সুপ্রিয়া ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ সিংহ, মলয় মুখোপাধ্যায় ও কাকলি মজুমদার। মিছিলে ঘোষকের ভূমিকায় ছিলেন নাট্যকার অমল রায়। এবছরের লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার প্রদান করা হয় ঘড়গপুরের ‘ডুলুং’, কলকাতার ‘এবং এই সময়’ এবং চট্টগ্রামের ‘শরিক’ পত্রিকাকে। গবেষক সম্মান দেওয়া হয় ডাঃ সুমিতা দাসকে। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন অসিতরায়, প্রসেনজিৎ বন্দোপাধ্যায়, রামকিশোর ভট্টাচার্য ও রমেন আচার্য। অনুষ্ঠান শিশির মঞ্চ ভারতীয় ভাষা পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২৮ নভেম্বার থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্যকেন্দ্রে (বর্তমান গগনেন্দ্র প্রদর্শন শালা) একটিসু নির্বাচিত বিষয় ভিত্তিক বাংলা সহ ভারতীয় নানা ভাষার লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তী সম্মেলন পুরীতে হবে বলে উড়িষ্যা থেকে আগত প্রতিনিধিরা সানন্দে ঘোষণা করলেও অনুষ্ঠানটি যথাযোগ্য ভাবে হয়ে ওঠেনি। আমার ইচ্ছা ছিল প্রতিবছর ভারতের নানাপ্রান্তে অনুষ্ঠানটি সুচাভাবে অনুষ্ঠিত হোক যার মধ্যদিয়ে অন্য ভাষার কাজ কর্মের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারব।

এ বছর মশাই, হাউর, সাঁকবাইল, সাহাগঞ্জ, ডায়মন্ডহারবার, বালুরঘাট, উলুবেড়িয়া, রাণাঘাট, শ্রীরামপুর, কোন্নগর,বর্ধমান বৈদ্যবাটি, আড়িয়াদহ, শিশিগুড়ি, রামরাজাতলা, চুঁচুড়া, মুন্সীর হাট, বেলুড়, বাঁশবেড়িয়া, বাঁশদ্রোণী, দুইল্যা, বাকসারা,দক্ষিণ বারাসাত, কোচবিহার, চাপড়া, দর্পনারায়

পুর প্রভৃতি নানা স্থানে গিয়ে লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে বক্তব্য রাখলুম। লাইব্রেরিকে সংবর্ধিত করল ‘সাহিত্য সেতু’ ও ‘মধুপর্ণা’ পত্রিকা। ক্রমশ.....